যুগান্তর

তারিখ 28 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন

প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সরকারের জারি করা নীতিমালা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা জরিমানা কিংবা ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে এ বিধান রাখার পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষিত গাইডবইয়ের ক্ষেত্রে একই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বেতন ও ফি আদায়ের হার, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা জাতীয়করণ বা এমপিও প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জীবনব্যাপী শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয় প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনে শিক্ষা কমিশন গঠনের কথাও বলা হয়েছে। এ কমিশন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতে আগামী ১৫ নভেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। খবরটি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে এ আইন কতটা কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা যাবে, সেটিই হচ্ছে প্রশ্ন। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোন আইন যদি কার্যকর করা না যায়, তবে সেটি প্রণয়ন করা, না করা সমান কথা।

আমরা দেখেছি, সরকার ঘোষিত প্রাইভেট টিউশনি বা কোচিং নীতিমালার আলোকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের 'এগিয়ে নিতে' স্কুল সময়ের আগে বা পরে 'অতিরিক্ত ক্লাস' নেয়ার বিধানকে 'পুঁজি' করে রাজধানীসহ সারাদেশের স্কুলগুলোয় শুরু হয়েছিল রমরমা কোচিং বাণিজ্য, যা এখনও অব্যাহত ধারায় চলছে। অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যাপারে কাউকে বাধ্য না করা ও বিষয়প্রতি সর্বোচ্চ ১৭৫ টাকা করে ফি নেয়ার নিয়ম থাকলেও কোচিংয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি অনেকগুণ বেশি অর্থ আদায় করার কথাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর বাইরে অনেক শিক্ষক তাদের বাসায় কোচিং সেন্টারের পত্তন করেছেন। এছাড়া অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য কোচিং সেন্টার তো রয়েছেই। অবাক করার মতো খবর হচ্ছে, কোচিং ব্যবসা নির্বিঘ্ন করতে এক শ্রেণীর শিক্ষক তাদের আত্মীয়-স্বজন সমন্বয়ে সিন্ডিকেট পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন। এই সিন্ডিকেটে স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় প্রভাবশালী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনও নাকি জড়িত। তার মানে এ অপকর্ম যারা করছেন, তারা গাঁটছড়া বেঁধে তবেই মাঠে নেমেছেন। এ অবস্থায় কাজীর গরু কেতাবে থাকার মতো আইন যদি কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা কোন ফল বয়ে আনবে না। কাজেই কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনির পাশাপাশি শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন আইন প্রণয়ন করার পর তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি [illegible] এবং উচিত বলে আমরা মনে করি।